Soul

অনাত্মীয় হোক আত্মীয়...

No-IV, DEC, 2025

The Monthly Newsletter of **Liver Foundation, West Bengal**

লিভার ফাউন্ডেশনের ঋত্বিক যাপন

গুরুদাস গঙ্গোপাধ্যায়

General Manager, **IILDS**

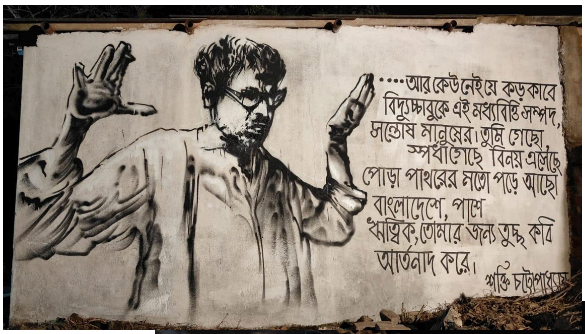

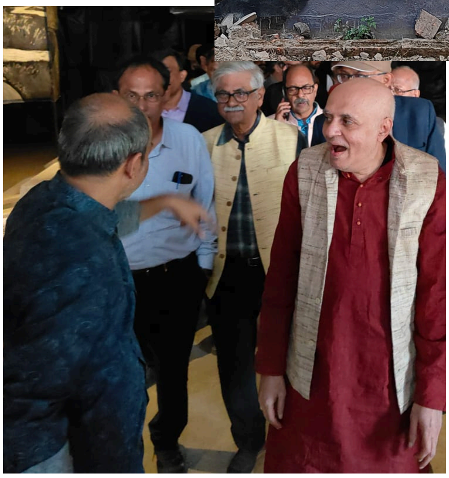

ঋত্বিক ঘটকের জন্মশতবর্ষে লিভার ফাউন্ডেশন, পশ্চিমবঙ্গের ব্যতিক্রমী আয়োজন - 'ঋত্বিক যাপন'।

প্রয়াত চলচ্চিত্র নির্মাতা ঋত্বিক ঘটকের শিল্পের আলো যাতে নতুন করে ছড়িয়ে পড়ে, যেন যুক্তি ও অনুভব একসঙ্গে সকলকে সচেতন করে, সেই লক্ষ্যে তাঁর জন্মশতবর্ষে লিভার ফাউন্ডেশনের এই আয়োজন। ৪ঠা ডিসেম্বর '২৫ অনুষ্ঠানের সূচনা করতে গিয়ে লিভার ফাউন্ডেশন, পশ্চিমবঙ্গের সম্পাদক ডক্টর পার্থসারথি মুখোপাধ্যায় বললেন—আম গাছ আর অর্জুন গাছের মাঝের এই নিরিবিলি প্রাঙ্গণে আজ যে কর্মসূচির আয়োজন, তা যেন অনায়াসেই ঋত্বিক ঘটকের স্মৃতিকে আবার বড় পর্দায় ফিরিয়ে আনে। এই বছর তাঁর জন্মশতবার্ষিকী। তবে এই অনুষ্ঠান প্রচলিত আয়োজনের মতো নয়। এর মধ্যে রয়েছে এক সাদামাটা আন্তরিকতা।

যে ভূমিতে এই 'ঋত্বিক যাপন' কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তা ভবিষ্যতের এক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাবিত স্থান—'ইউনিভার্সিটি অফ হিউম্যান অ্যান্ড হেলথ সায়েন্সেস'। এখানে নানা বিষয়ের পাঠদানের পরিকল্পনার পাশাপাশি থাকবে 'স্কুল অফ পারফর্মিং অ্যান্ড লিবারেল আর্টস'—যেখানে শিল্প, সাহিত্য ও সৃজনের মিলন ঘটবে।

এই আয়োজনে ঋত্বিক ঘটকের আটটি চলচ্চিত্রের প্রেক্ষাপট নিয়ে সাংবাদিক এবং শিল্পী শোভন তরফদারের পরিকল্পনায় উদ্বোধন করা হয়েছে এক প্রদর্শনী। এই প্রদর্শনী চলবে টানা ১০০ দিন। সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত আগ্রহীরা এই প্রদর্শনী দেখতে পারবেন। পাশাপাশি ঋত্বিক ঘটকের জন্মদিন ৪ নভেম্বরকে কেন্দ্র করে, বছরভর প্রতি মাসের ৪ তারিখে বিশেষ কর্মসূচির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যাতে দেশ-বিদেশের শিল্পী ও চিন্তকেরা এসে ঋত্বিককে নিয়ে ভাবনার ধারাকে দীর্ঘদিন বাঁচিয়ে রাখতে পারেন।

লিভার ফাউন্ডেশনের মুখ্য উপদেষ্টা ডাঃ অভিজিৎ চৌধুরীর আগ্রহেই প্রথম এই ভাবনার কথা পৌঁছয় চলচ্চিত্রবিদ ও গবেষক সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ের কাছে—যিনি ঋত্বিকের জীবন ও শিল্প নিয়ে অনবরত ভাবতে এবং বলতে পারেন। ৪ ডিসেম্বরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ডাঃ অভিজিৎ চৌধুরী বলেন, "লিভার ফাউন্ডেশন মূলত স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করলেও তাদের ভাবনায় স্বাস্থ্য কেবল চিকিৎসাঘরের চার দেওয়ালে আবদ্ধ নয়। যে মানুষ গান গেয়ে আনন্দ পায়, রঙে-ভাবনায় নিজেকে প্রকাশ করে, সেই জীবনই প্রকৃত অর্থে সুস্থ। দেহের সঙ্গে মন, মাটি ও মানুষের সম্পর্ক মিলিয়েই সম্পূর্ণ হয় স্বাস্থ্য। এই বিশ্বাস থেকেই লিভার ফাউন্ডেশন স্বাস্থ্যকে হাসপাতালের সীমানায় আটকে রাখতে চায়নি। মানুষের সাংস্কৃতিক জগৎও স্বাস্থ্যেরই অংশ।"

তাঁর বক্তব্য, যন্ত্রের প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু মানুষের অন্তরের সৃষ্টিশীলতাই তাকে সত্যিকারের মানুষ করে তোলে—যেমনটা ঋত্বিক ঘটক তাঁর চলচ্চিত্রে করে দেখিয়েছেন।

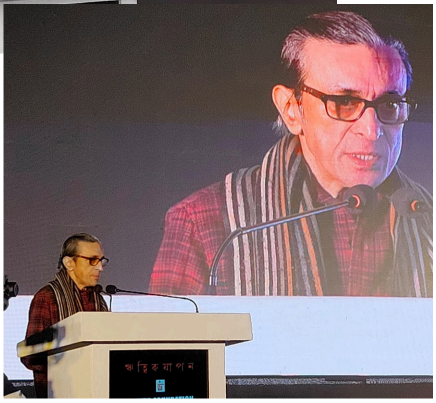

অনেক সময় আলোচনার আড়ালে ঋত্বিককে শুধু মদ্যপায়ী বা হতাশ মানুষ বলে চিহ্নিত করা হয়। অথচ তিনি ছিলেন সাহসী ও আত্মবিশ্বাসী। সমাজের গালে যে চপেটাঘাত তিনি করতে পেরেছিলেন, লুই বুনুয়েল ছাড়া আর কজনই বা পেরেছেন! বুনুয়েল সম্পর্কে ঋত্বিক নিজেই লিখেছিলেন—তাঁর ছবি দেখার সুযোগ কম পেলেও তাঁর জীবন ও দৃষ্টিভঙ্গি তাঁদের মনে গভীর শ্রদ্ধা ও কৌতূহল জাগিয়েছিল।

জীবনের সাতটি রং তিনি নিজের মতো করে দেখেছিলেন। তিনি ছিলেন প্রথার বাইরে দাঁড়ানো এক মানুষ—এক 'আউটলায়ার'। তাঁর মধ্যে কোনো হিসেবি প্রাগম্যাটিজম ছিল না; ছিল এক বিস্তৃত, প্রবহমান দৃষ্টিভঙ্গি।

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় স্মরণ করালেন, ঋত্বিকের দৈহিক উচ্চতা ছিল ৬ ফুট ২ ইঞ্চি—একজন সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেকটাই বেশি। আর এক কিংবদন্তি সত্যজিৎ রায়ের উচ্চতা ছিল ৬ ফুট ৪ ইঞ্চি। ঋত্বিকের মদ্যপান নিয়ে বহু কথা চালু থাকলেও, সত্যজিৎ রায় তাঁর মৃত্যুর পর স্মরণসভায় খুব দায়িত্ব নিয়ে বলেছিলেন—ঋত্বিকের একাধিক ছবি তিনি বহুবার মন দিয়ে দেখেছেন, এবং নিশ্চিতভাবে বলতে পারেন, মদ্যপ অবস্থায় এই রকম চলচ্চিত্র নির্মাণ করা অসম্ভব। কথাটি তিনি কোনও তর্কের জন্য নয়, সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলেছিলেন। সঞ্জয় মনে করালেন, ঋত্বিক তাঁকে প্রকৃত জাপান বুঝতে কিয়েরোস্তমির ছবি দেখার পরামর্শ দিয়েছিলেন। পরের বক্তা ঋত্বিক।পুত্র ঋতবান। সংক্ষেপে বাবার কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেওয়ার কথা বললেন—কোনও তর্কে না গিয়ে, সময় ও বিশ্বাসের প্রেক্ষাপটে। তারপর আর কিছু বলার প্রয়োজন হল না। তিনি গাইতে শুরু করলেন রবীন্দ্রনাথের গান।

প্রথমে— 'যে ধ্রুবপদ দিয়েছ বাঁধি বিশ্বতানে'। গানটি শুনে সভাস্থল যেন নিঃশব্দ হয়ে গেল। তারপর এল— 'আকাশ ভরা সূর্যতারা'—যার মধ্যে ছিল বিস্তৃতি ও আলো, যেন ক্লান্ত জীবনের ভিতরেও এক অমোঘ আশ্বাস। শেষে 'জনগণমন'। তিনি গাইতে শুরু করতেই সকলে উঠে দাঁড়ালেন।

এরপর বক্তব্য রাখতে মঞ্চে উঠলেন বাংলাদেশ থেকে আগত হাবিবুর রহমান খান — ঋত্বিকের 'তিতাস একটি নদীর নাম' ছবির প্রযোজক। ঋত্বিকের ছবির প্রযোজকদের মধ্যে তিনিই এই মুহূর্তে শুধু বেঁচে রয়েছেন। স্মৃতিচারণায় তিনি জানালেন, ১৯৭২ সালে যখন ঋত্বিক ঘটক তাঁকে ছবিটি করার প্রস্তাব দেন, তখন তিনি মাত্র সাতাশ-আঠাশ বছরের যুবক। মুক্তিযুদ্ধ তাঁর কয়েক মাস আগেই শেষ হয়েছে। চারদিকে ধ্বংস, অনিশ্চয়তা, তবুও ভিতরে এক নতুন স্বপ্নের আলো।

সেই সময়েই ঋত্বিকের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। বহু বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়ে ছবিটির কাজ এগিয়ে চলে—টাকার অভাব, সুযোগ-সুবিধার সংকট সত্ত্বেও ছিল এক অদম্য জেদ। রহমান সাহেব জানালেন, ছবিটি মূলত বাংলাদেশেরই—সেখানেই তার জন্ম, সেখানেই প্রথম মুক্তি। ভারতবর্ষে তা মুক্তি পায় অনেক পরে। তখন ঋত্বিক ঘটক আর পৃথিবীতে নেই।

ঋত্বিকের সঙ্গে কাটানো ব্যক্তিগত সময়ের কথাও শোনালেন—কখনও কাজের গল্প, কখনও নিঃশব্দ রাত, কখনও মানুষের দুঃখ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা। বিশেষভাবে মনে করালেন সময়ের হিসেব—১৯৭২ সালের ১৬ই জুলাই 'তিতাস একটি নদীর নাম' ছবির প্রথম শুটিং শুরু হয়, নদীর পাড়ে কাদামাটির গন্ধ মেখে। দীর্ঘ চার বছর পরে, ১৯৭৬ সালের ২৭শে জুলাই ছবিটি মুক্তি পায়। এই সময়টুকু শুধু একটি ছবির নয়—এক প্রজন্মের অপেক্ষা।

কথার শেষে তিনি ঋত্বিকের আর এক নেশার কথা জানালেন-বই পড়া। ঋত্বিকের রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে প্রতিদিন বই পড়ার অভ্যাস ছিল। একদিন কোনও বই না পেয়ে শেষে একটি বাংলা ব্যাকরণ বই তাঁকে দেওয়া হয়। ঋত্বিক বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েন। অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে বক্তব্য রাখলেন নাট্যব্যক্তিত্ব দেবশঙ্কর হালদার, চিত্রকর হিরণ মিত্র।

এর পর ঋতবান উদ্বোধন করেন ঋত্বিক ও তাঁর কাজ নিয়ে প্রদর্শনীর। অনুষ্ঠানের পরবর্তী পর্বে দেবশঙ্কর হালদার পাঠ করলেন ঋত্বিক ঘটকের লেখা 'গাছ' গল্পটি। গল্পের প্রতিটি বাক্য, প্রতিটি নীরবতা শ্রোতাদের মনে গভীর ছাপ ফেলল—মনে হল, গাছটি শুধু গল্পে নয়, আমাদের চারপাশেই দাঁড়িয়ে আছে।

এরপর আবৃত্তি করেন সৌমিত্র মিত্র। তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হল শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ঋত্বিক ঘটককে নিয়ে লেখা কবিতা—যেখানে ছিল রাগ, প্রেম ও সময়ের সঙ্গে লড়াই করা এক মানুষের মুখ।

বক্তব্য রাখলেন চিত্রকর সমীর আইচ। তাঁদের সঙ্গে যুক্ত হল চলচ্চিত্র ও নাট্য অভিনেতা শুভাশিস মুখোপাধ্যায়ের অভিজ্ঞতা—কীভাবে তিনি বারবার ঋত্বিকের ছবির কাছে ঋণী হয়ে পড়েছেন। পাশাপাশি সংগীত পরিবেশন করে 'উত্তর দরিয়া' শিল্পীবৃন্দ। ঋত্বিক ঘটকের চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত গানগুলি নতুন করে প্রাণ পেল। শ্রোতারা নীরবে শুনলেন—কারও চোখে জল, কারও মুখে এক অচেনা শান্তি।

বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে আটটি ইনস্টলেশন তৈরি করা হয়েছে। যেগুলি সরাসরি ঋত্বিক ঘটকের চলচ্চিত্র ও ভাবনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে বর্তমান সময়ের বাস্তবতার সঙ্গে সংলাপ গড়ে তোলে। এটি কেবল একটি প্রদর্শনী নয়; বরং দীর্ঘদিনের চিন্তা ও পরিকল্পনার ফল। এই প্রদর্শনীর কিউরেটর শোভন তরফদার। তাঁর পরিকল্পনায় ঋত্বিকের ছবিগুলি স্মৃতির মধ্যে আটকে না থেকে সমকালীন সমাজের নানা প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নতুন অর্থ পায়।

সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কোমল গান্ধার' ইনস্টলেশন দেশভাগের প্রেক্ষিতে প্রেম ও সম্পর্কের টানাপোড়েনকে তুলে ধরে। কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় ও নামি-রিদয়ের 'মেঘে ঢাকা তারা'–তে নীতা চরিত্রের নারীচেতনা ও মেধা গ্রাফিতি-ধাঁচের দেয়ালচিত্রে নতুন রূপ পায়। সুমন কবিরাজের 'তিতাস একটি নদীর নাম' দর্শককে নদীর দীর্ঘ বেদনার গভীরে নিয়ে যায়, আর নীলাঞ্জন কর্মকারের ফটো-কোলাজ রিফিউজি ক্যাম্প ও ছেঁড়া কাগজপত্রের মাধ্যমে 'সুবর্ণরেখা'র নির্মম বাস্তবতা মনে করিয়ে দেয়। দেবাশিস মান্নার ফেলে দেওয়া জিনিসে তৈরি ভাস্কর্য ছিল 'অযান্ত্রিক' ছবির প্রতি নীরব শ্রদ্ধা।

প্রদীপ পাত্রের 'নাগরিক' ইনস্টলেশন সমসাময়িক নাগরিকত্ব সংকটকে "কে নাগরিক" প্রশ্নে তুলে ধরে, যেখানে ঋত্বিকের ছবির দৃশ্যের সঙ্গে আজকের মানুষের অভিজ্ঞতা মিলিয়ে দেওয়া হয়। মৃণাল মণ্ডলের উদ্যোগে 'খোয়াবগাঁও' গ্রামের শিশুদের 'বাড়ি থেকে পালিয়ে' দেখানো হয়; সেই ছবি দেখে তারা শহরের দৃশ্য আঁকে, যা আলোকিত স্লাইডে প্রদর্শনীর নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। প্রীতম দাসের গ্রাফিক কাহিনি 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো' অবলম্বনে, ঋত্বিকের উক্তি—"নবীন বাংলাদেশ, যার আজও জন্ম হয়নি"—আজকের সময়ের দিকে ইঙ্গিত করে।

সব মিলিয়ে, শোভন তরফদারের পরিকল্পনায় ঋত্বিক যাপন হয়ে ওঠে সিনেমা, শিল্প ও সমাজ-মানবিক ভাবনার এক সংক্ষিপ্ত কিন্তু গভীর মিলনক্ষেত্র—যেখানে অতীত স্মৃতি হয়ে থামে না, বরং বর্তমানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নতুন অর্থ পায়।

অনুষ্ঠানের শেষে দিনের সমাপ্তি ঘোষণা করলেন লিভার ফাউন্ডেশন, পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সম্পাদক ডাঃ পার্থসারথি মুখোপাধ্যায়। সন্ধ্যার আলো তখন ধীরে ধীরে নেমে আসছিল। মনে হচ্ছিল—দিন শেষ হয়েছে বটে, কিন্তু ঋত্বিকের যাপন থামেনি; তা রয়ে গেল মানুষের মনে, সময়ের গভীরে, নদীর মতো অবিরাম।

A summit for the Pancreas

Dr Kishalaya

Assistant Professor, Department of Gastroenterology, **IILDS**

The city recently hosted the 2nd Kolkata Pancreas Meeting (KPM), a premier biennial national congress that brought together the brightest minds in gastroenterology to tackle the complexities of pancreatic health. Held on December 12-13, 2025, at the Hotel Taj Bengal, the event was organised by the Indian Institute of Liver and Digestive Sciences under the leadership of the Liver Foundation, West Bengal.

Building on the success of its inaugural session in 2023, this year's meeting centred on the theme: "Recurrent Acute and Chronic Pancreatitis: Scouring the Moot Domains." Over 200 delegates from across India gathered to discuss "contentious issues" and "global practices," aiming to find clarity in the often-debated areas of Recurrent Acute Pancreatitis (RAP) and Chronic Pancreatitis (CP).

The academic rigour of the conference was bolstered by a distinguished faculty of 26 speakers, including six international experts. These leaders shared insights into the pathophysiology of pancreatic disorders, focusing on bridging the "clinical voids" that often complicate patient management.

A significant highlight of the meeting was the inauguration of the "Dr TN Lahiri Mazumdar Oration," established in memory of the legendary gastroenterologist who passed away earlier this year. Dr Mazumdar was a pioneer in the field, having been the first person from East India to earn a DM in Gastroenterology from AIIMS, New Delhi. The inaugural oration was delivered by Padma Vibhushan Dr D. Nageshwar Reddy, who captivated the audience with his reflections on "A Lifetime of Pancreatic Endotherapy."

The Congress also prioritised the next generation of medical professionals. Out of 45 student participants, Dr Arihant Seth from SNMC Jodhpur emerged as the winner of the "Competitive Journal Review" national competition. Dr Pragnya Ghosh Dastidar (IPGMER Kolkata) and Dr Brateen Roy (SGPGI Lucknow) secured the second and third positions, respectively.

Beyond the lectures, the meeting served as a vital educational platform, providing participating delegates with 9 Credit Points from the West Bengal Medical Council (WBMC).

As the 2nd KPM drew to a close, the organisers expressed their commitment to making this a cornerstone event for the gastroenterology community. With a focus on vibrancy, research, and clinical excellence, the meeting has firmly established Kolkata as a key destination for advancing pancreatology in India.

Organizing Chairman Kshaunish Das from IPGMER Kolkata setting the Context

Thomas Mathias Gress from University Hospital Marburg UKGM

Padma Vibhushan Dr D. Nageshwar Reddy delivering the first Dr TN Lahiri Mazumdar Oration,

Soeren Schou Olesen from Aalborg University Hospital, Denmark giving a lecture

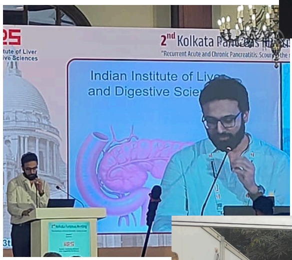

Organizing secretary Dr Kishalaya delivering the concluding remarks

A stall by the hepatitis patients' forum

শিল্পী- ঐন্দ্রিলা দত্ত

Project Technical Assistant - JCMLRI

দেনা পাওনা

শুভরিক চট্টোপাধ্যায়

Maintenance Manager, **IILDS**

গত দু'বছর ধরে আইআইএলডিএস নিজের ক্যান্টিন নিজেই চালাচ্ছে। এতে বেশ সুবিধা হচ্ছে। আমরা বুঝতে পারছি, কতটা খাবার অতিরিক্ত হচ্ছে। পরের দিন আমরা সেইভাবে হিসেব করে খাবার বানাচ্ছি। কিন্তু তাও দেখা যাচ্ছে, কিছু খাবার বেশি থাকছে। ওই অতিরিক্ত খাবার আমরা খুব আনন্দের সঙ্গে আমাদের হাসপাতালের পশু, পাখিদের দিতে পারছি। ওরাও মহানন্দে ওই অতিরিক্ত খাবার খাচ্ছে। খাবারের অপচয় প্রায় বন্ধ হয়েছে বললেই চলে।

ক্যাম্পাসে আমরা বেশ কিছু গাছ লাগিয়েছি। ক্যাম্পাস জুড়ে প্রায় ৫০টি সুপারি গাছ লাগানো হয়েছে। ইতিমধ্যে সবজির অবশিষ্টাংশ মাটিতে চাপা দিয়ে জৈব সার উৎপাদনেও আমরা সক্ষম হয়েছি। বাগানের মাটিতে এই জৈব সার ব্যবহার করছি। মাটি থেকে পাওয়া সবজি আবার মাটিতে ফিরিয়ে দিয়ে আমরা গাছগুলিকে সঠিক খাদ্য পরিবেশন করতে সচেষ্ট হয়েছি। এখানে অনেক রোগীকে ডিমের কুসুম খেতে ডাক্তারবাবুরা বারণ করেন। সেই সব ডিমের কুসুম আগে সাধারণত ফেলে দেওয়া হত। কিন্তু আমরা দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে কুসুমগুলি বাগানের পাখিদের খাওয়াতে পারছি। এইভাবে দেওয়া এবং পাওয়ার মাধ্যমে সুন্দরভাবে এখানের পরিবেশ রক্ষিত হচ্ছে। সামান্য পরিমাণে হলেও প্রকৃতি থেকে পাওয়া উদ্বৃত্ত প্রকৃতিকে ফিরিয়ে দেওয়া - এ এক অপার আনন্দ!।

Dear Mist,

you are Like a breath upon the glass Into lonely thoughts that the dreamers keep...

ছবি: স্বাগত পুরকাইত

Research Assistant

JCMLRI

ছবি : শুভ চরণ সিংহ

Office assistant - **JCMLRI**

ছবি ও আঁকায় : দূর্বা নস্কর

Operations Executive - **IILDS**

আশার ঠিকানা

প্রসেনজিৎ সরদার
Housekeeping Executive, **JCMLRI**

সোনারপুরের বুকে গড়ে উঠেছে এক
আশার ঠিকানা।
আইআইএলডিএস - এ মেলে
শান্তির আস্তানা।

ফোয়ারার টলমল জলে ভেসে ওঠে
রোদের হাসি।
পাশেই পুকুরের জলের ঢেউ
মনকে করে উদাসী।

ফুলের বাগানের রঙের খেলা,
সুবাসে ভরে চারিধার।
পাখিদের কলরবে
ভরে ওঠে নতুন সকাল।

অসুস্থজন পান এখানে
সুস্থ জীবনের আশা।
কোমল পরিবেশ দেয়
শরীর, মনকে ভাল করার দিশা।

এ এক স্বপ্নলোক,
হৃদয় ছুঁয়ে যায়।
এমন ঠিকানা
আর কোথায়?

A leap of Sparsh

Dr Pabak Sarkar

Palliative care leaders from across India converged in Mumbai for the Cipla Foundation Palliative Care Partners Meet, a two-day conference focusing on a critical paradigm shift: expanding care modalities for non-oncology diseases. The conference was held on the 7th and 8th of November, joined by Dr Pabak Sarkar and Dr Shivam Jaiswal (Sparsh) on behalf of the Liver Foundation, West Bengal. A key takeaway was the urgent need for mass awareness regarding palliative care for patients suffering from these non-cancer ailments. The conference highlighted the necessity of securing vital resources, such as the inclusion of oral morphine in State Essential Drug Lists, and ensuring more research to generate evidence-based consensus for the effective use of palliative care.

A major strategic priority highlighted was the massive effort required to integrate palliative care into the basic curriculum for all health workers to address the nationwide human resource shortage. Dr Pabak further highlighted the importance of working in synchronisation with rural health care workers, providing them with basic training to deliver essential health care services to rural populations where access to primary health care is negligible. Dr Shivam Jaiswal of the "Sparsh" program shared key insights regarding home-based support and the imperative for National Advanced Directives. He detailed the ethical dilemmas with the case of an 85-year-old end-stage liver disease patient who was involved in an agonising "mutual pretence" with his family.

"In a powerful defence of patient autonomy and the principle of Non-Maleficence, the Sparsh team made the crucial decision not to offer an ICU transfer, recognising that aggressive intervention would only "delay death rather than prolongation of life. By counselling the family and prioritising the patient's desire for a peaceful, dignified death at home, the team successfully proffered home-based care. The meeting also highlighted technological innovations like the new, AI-powered "Saath Saath" chatbot service, launched nationally by Cipla Foundation, with the goal of proffering compassionate listening, emotional support, and practical guidance.

Dr Shivam Jaiswal

আবার কেন?

পার্বতী পুরকাইত
Staff Nurse, **Sparsh**

ছোটবেলায় থার্মোমিটারে নার্সের ছবি ও তাঁর পোশাক দেখে খুব ভালো লেগেছিল। সেই মুহূর্তেই মনে মনে ঠিক করে নিয়েছিলাম, বড় হয়ে আমিও ঠিক এমন একজন নার্স হবো। ভাবনাটা মনে গেঁথে ছিল। একদিন খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে বাবার অমতে, ছোটো কাকার প্রেরণায় নার্সিং প্রশিক্ষণ নিতে চলে গেলাম কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে। ট্রেনিং শেষে স্টাফ নার্স হয়ে সরাসরি চাকরিতে যোগ দিলাম। দেখতে দেখতে সুদীর্ঘ চল্লিশটি বছর কাটিয়ে দিয়েছি রোগাক্রান্ত মানুষের সেবায়।

রাত-দিন চলে গেছে মারণ রোগে আক্রান্ত হয়ে বিছানায় ছটফট করা রোগীদের যন্ত্রণার ভাগীদার হয়ে, তাঁদের পাশে থেকে। সময়ের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছি সংসারের মায়ায়। আজ জীবনের প্রায় শেষ কিনারায় এসে কেমন যেন মনে হয়, কিছুই করতে পারিনি। শুধুই নিয়ম মেনে চাকরি করে গিয়েছি - মর্নিং, ইভিনিং আর নাইট ডিউটি। কই, কোনও রোগীর মনের খবর তো নেওয়া হয়নি! জানা হয়নি তাঁদের পরিবার-পরিজন কীভাবে তাঁদের অসুস্থ মানুষটিকে সুস্থ করার জন্য ঘর বা হাসপাতালে কঠিন লড়াই করছেন। কীভাবে কাটছে তাঁদের কষ্টের দিনগুলো। কী বা পরিণতি ঘটবে সেই অসুস্থ মানুষটির।

তাই অবসর নেওয়ার পরে, যখন প্যালিয়েটিভ কেয়ারে (Sparsh) কাজ করার ডাক পেলাম, মনে হল - এই তো সেই 'কিছু করতে পারিনি'র বদলে 'কিছু করতে পারা'র' সুবর্ণ সুযোগ! এখানেই নিঃস্ব, সহায়-সম্বলহীন, পীড়িত, অসুস্থ, মারণ রোগাক্রান্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর, তাঁদের সঙ্গী হবার সুযোগ রয়েছে। সেই অসুস্থ মানুষটির পরিবারের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার সুযোগ, যাঁরা লড়ে যাচ্ছেন দিন-রাত এক করে। আর্থিক সহায়তা নাই বা করলাম, কিন্তু একজন অংশীদার হয়ে তাঁদের কষ্টের ওপর যদি বিন্দুমাত্র শান্তির প্রলেপ দিতে পারি, তাই বা কম কী!

বাড়ির লোকজন ও সহকর্মীরা বলল, "আবার কেন? এত বছর কাজ করলে। এবার নিজের জন্য কিছু ভাব। বিশ্রাম নাও। পরিবারের মানুষগুলোর সঙ্গে সময় কাটাও। বেড়াতে যাও। সময় মতো খাওয়া-দাওয়া করো— তাও এতদিন করতে পারোনি। মন সায় দেয়নি। তাই তো চলে এলাম সেই 'আবার কেন' প্রশ্নের উত্তর নতুন করে জানতে, নিজেকে নতুন করে খুঁজে নিতে। যদিও নিজেও জানি না - কটা দিন সময় পাবো - সময় দিতে। তবুও...।

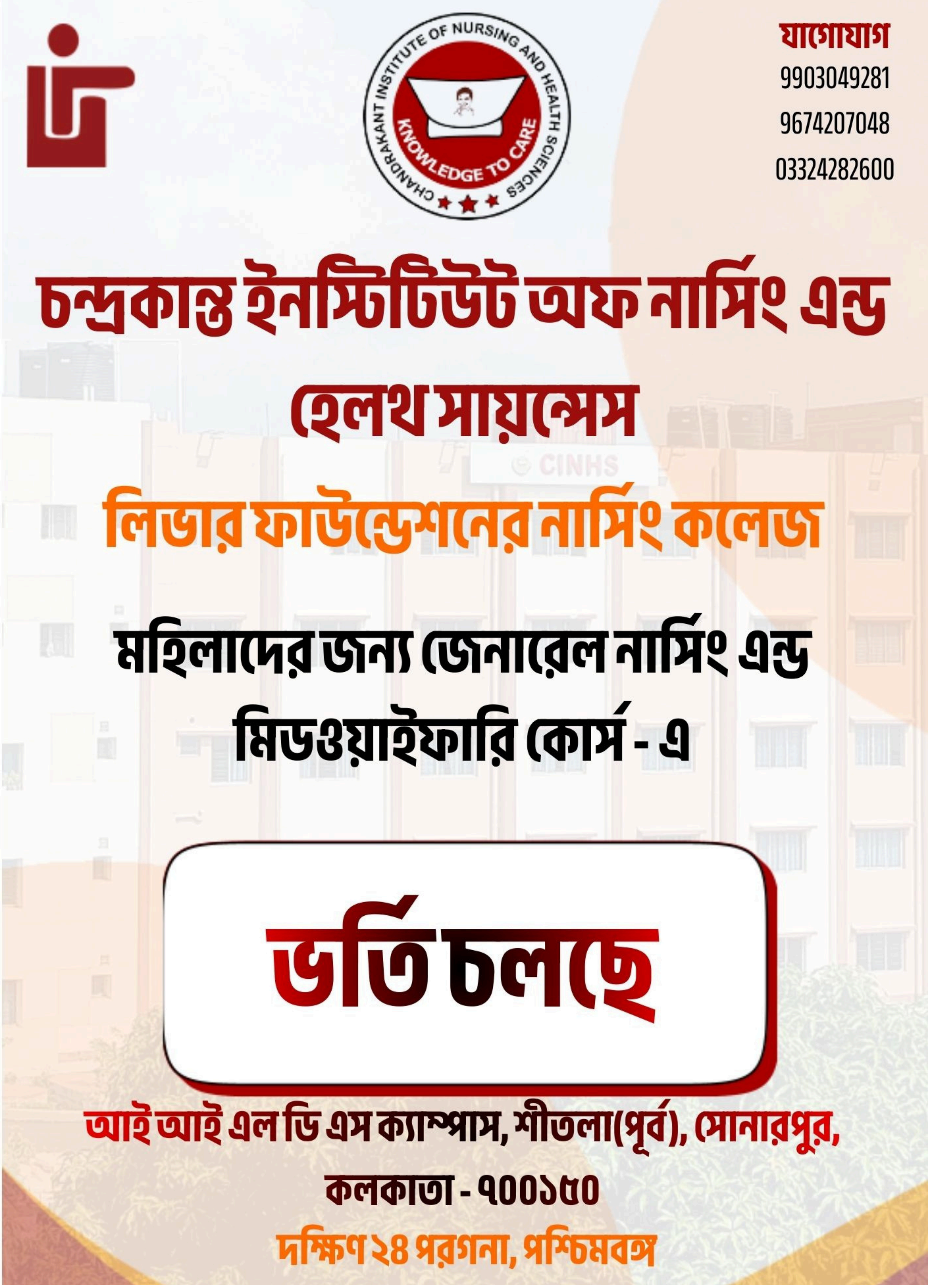
CHANDRAKANT INSTITUTE OF NURSING AND HEALTH SCIENCES
KNOWLEDGE TO CARE
যোগাযোগ
9903049281
9674207048
03324282600
চন্দ্রকান্ত ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং এন্ড
হেলথ সায়েন্সেস
লিভার ফাউন্ডেশনের নার্সিং কলেজ
মহিলাদের জন্য জেনারেল নার্সিং এন্ড
মিডওয়াইফারি কোর্স - এ
ভর্তি চলছে
আই আই এল ডি এস ক্যাম্পাস, শীতলা(পূর্ব), সোনারপুর,
কলকাতা - ৭০০১৫০
দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ